দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ভয় যখন ইংরেজি ও গণিতে

০৮ মে, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

এইবারের এসএসসি পরীক্ষায় ৯ বৎসরের মধ্যে সবচাইতে খারাপ ফলাফল দেখা গিয়াছে। এই খারাপ ফলের নেপথ্যে রহিয়াছে ইংরেজি ও গণিত। আমরা দেখিয়াছি, যুগের পর যুগ ধরিয়া পাবলিক পরীক্ষা খারাপ ও ভালো হইবার নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করিতেছে ইংরেজি ও গণিত। এইবার ঢাকা বোর্ডে গতবারের চাইতে ইংরেজিতে ৪ শতাংশ এবং গণিতে প্রায় ৩ শতাংশ বেশি ফেল করিয়াছে। যশোর বোর্ডে এই হার ইংরেজি ও গণিতে যথাক্রমে ৬ ও ৪ শতাংশ। আর এইক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি খারাপ ফল করিয়াছে সিলেট বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। গতবারের তুলনায় এইবার এই বোর্ডে ইংরেজিতে ৫ শতাংশ এবং গণিতে প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি ফেল করিয়াছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে উচ্চশিক্ষা হইতে শুরু করিয়া চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বিদেশ গমন–সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজিতে দক্ষতা জরুরি। দ্বিতীয় প্রধান ভাষা হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ইংরেজি বিষয়ে হাতেখড়ি হয় শিক্ষার্থীদের। কিন্তু জরিপে দেখা যাইতেছে, প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ইংরেজিতে ন্যূনতম দক্ষতাও অর্জন করিতে পারিতেছে না বেশিরভাগ শিক্ষার্থী। বরং তাহাদের মধ্যে দেখা দিতেছে ইংরেজি-ভীতি। গণিতের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিখনমান কেমন, তাহা যাচাইয়ে সর্বশেষ তিন বৎসর আগে একটি জরিপ চালায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। তাহাতে দেখা গিয়াছে, অষ্টম শ্রেণির অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থীর ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে দক্ষতা কাঙ্ক্ষিত মানের নহে। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকরা যেইভাবে পড়ান, তাহা বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য ঠিকমতো অনুধাবনযোগ্য হয় না। শিক্ষাবিদরা মনে করেন, ইংরেজি ও গণিত সহজবোধ্য করিয়া পড়ানোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ শিক্ষকেরই অভাব রহিয়াছে যথাযথ প্রশিক্ষণের। তাহা ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা পাঠদান করান ভালো নম্বরের উদ্দেশ্যে, শেখানোর উদ্দেশ্যে নহে। পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণের কথা বলা হইলেও অধিকাংশ শিক্ষকই তাহা অনুসরণ করেন না। দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। শিক্ষাখাতের বিশ্লেষকদের মতে, অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল বিদ্যালয়ের আর্থিক সংগতির অভাব রহিয়াছে, ফলে পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও তাহাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও সম্ভবপর হয় না।

শিক্ষার্থীদের নিকট গণিত ও ইংরেজিকে সহজবোধ্য করিবার জন্য পাঠদান ও শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনিবার সুপারিশের বিষয়টি নূতন নহে। অন্যদিকে, আমাদের সার্বিক শিক্ষার মান লইয়াও প্রশ্ন রহিয়াছে। এই ধরনের শিক্ষায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইতেছে না বিধায় বিদেশি দক্ষকর্মীদের প্রয়োজনীয়তাও কমিতেছে না। শিক্ষার ভিত যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়েই হইয়া থাকে, সুতরাং গোড়ায় গলদ রাখিলে চলিবে না। ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষার্থীদের এই ভীতি দূর করিবার যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত